সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩৭
WEEKLY BOOKLET: 337

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার এগারোতম পীর ও মুর্শিদের জীবনীর সংকলন

ফয়যানে জুনাইদ বাগদাদী رحمۃ اللہ علیہ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رحمۃ اللہ علیہ এর
জীবনী মোবারক

আল্লাহ্ ওয়ালাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মর্যাদা ০৬
২০ বছর বয়সে ফাতওয়ার নজরানি ১৪
জুনাইদকে নিয়ে আমি গর্বিত ২০
শেষ প্রহরেও নামাজ ২৮

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া বাংলাদেশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ফয়যানে জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক, যে ব্যক্তি ২৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত "ফয়যান জুনাইদ বাগদাদী" নামক পুস্তিকাটি পড়বে বা শুনবে, তাঁকে অলীদের ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ করে বিনা হিসাবে ক্ষমা কর এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র প্রতিবেশীত্ব নসিব কর।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সকল ইবাদতের মধ্যে দরূদ শরীফ সর্বোত্তম

হযরত ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ বলেন: যদি তুমি জানতে চাও যে, দরূদ শরীফ অন্য সকল ইবাদতের চেয়ে উত্তম, তাহলে এই আয়াতে (তথা দরূদের আয়াত) চিন্তা-ভাবনা কর। কারণ মহান আল্লাহ পাক তার বান্দাদের অন্যান্য সকল ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, আর দরূদ শরীফ প্রথমে নিজে প্রেরণ করেছেন অতঃপর ফেরেশতাদের সেটার আদেশ দিয়েছেন এবং তারপর সমস্ত ঈমানদারদেরকে দরূদ প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন। **(মাত্বালিয়ুল মুসিররাত, পৃষ্ঠা: ২৩)**

খলিফায়ে আলা হযরত, মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ হযরত মাওলানা শাহ আবুল মাহামিদ সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফী জিলানী কছুছভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেছেন:

www.dawateislami.net

শুগল ওহ হো কে শুগল মে কর দে হামে খোদা কে সাথ,
পড়িয়ে দরূদ ঝুম কর সায়্যিদ খুশ নাওয়া কে সাথ।

(ফরশ পর আরশ, পৃষ্ঠা: ৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদশালী হৃদয় দিয়ে হয়, সম্পদ দিয়ে নয়

এক ধনী লোক আল্লাহ পাকের এক মহান অলীর নিকট উপস্থিত হয়ে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা উপস্থাপন করে বলল! আলীজাহ, এই ক্ষুদ্র উপহারটি গ্রহণ করুন। সেই বুযুর্গ বললেন: এগুলো ব্যতীত তোমার কাছে আর কোন সম্পদ আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ, আমার কাছে অনেক ধন সম্পদ আছে। তিনি বললেন: তুমি কি আরও ধন সম্পদ পেতে চাও? সে বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই।" সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো তোমার কাছেই রাখো কারণ তুমি আমার চেয়ে এগুলোর অধিক প্রাপ্য, কারণ আল্লাহর রহমতে আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই। আর তোমার হৃদয়ে এর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।" (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ১৯৯) মহান আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

প্রকৃত সম্পদশালী কিসের মধ্যে?

ফরমানে-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

<u>অনুবাদ</u>: সম্পদশালী ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে নয়, সম্পদশালী হল অন্তরের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে। (বুখারী, ২৩৩/৪, হাদীস: ৬৪৪৬)

www.dawateislami.net

ইমাম ইবনে বাত্তাল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পবিত্র হাদীসের এই অংশ" **সম্পদশালী ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে নয়**" এর টীকায় বলেন, প্রকৃত সম্পদশালী সে নয় যার কাছে দুনিয়ার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, কারণ অসংখ্য লোক এমনও রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ পাক আর্থিক সম্প্রসারণ দান করেছেন অথচ তারা হৃদয়ের কৃপণ, তারা যা পেয়েছে তাতে তাদের হৃদয় সন্তুষ্ট নয় এবং আরও অধিক পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং তারা এর কোন তোয়াক্কা করে না যে, সেই সম্পদ কোথা থেকে এসেছে, যেনো তারা ধন-সম্পদের লোভ এবং অধিক থেকে অধিক সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষার কারণে সম্পদের দরিদ্র। প্রকৃত সম্পদশালী হলো সেটি, যার কারণে বান্দা আল্লাহ প্রদত্ত অল্প সম্পদে সন্তুষ্ট থাকে এবং অধিক সম্পদের লোভ করে না এবং অধিক সম্পদের জন্য কান্নাকাটিও করে না, তাহলে যেনো সে সত্যিকারের ধনী, আর এই সম্পদশালীই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে চলা, এটা ভেবে যে, যা আল্লাহর আছে তা নেককারদের জন্য কল্যানকর। (শরহে ইবনে বাত্তাল, ১০/১৬৫) শায়খ সাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তাওয়ানগিরি বাহ দিল সাত না বা মাল অর্থাৎ সম্পদশালী সম্পদ দিয়ে নয় হৃদয় দিয়ে হয়।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ ওয়ালাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মর্যাদা

আপনি জানেন কি ধনীদের ধন-সম্পদ প্রত্যাখ্যান কারী সেই তপস্যা ও তাকওয়ার অধিকারী কে? এই মহান বুযুর্গ হলেন সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়ায় ১১তম পীর ও মুর্শিদ হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। আল্লাহ পাকের অলীগণ পার্থিব মোহ,

www.dawateislami.net

ধনসম্পত্তির প্রাচুর্য থেকে দূরে থাকেন। আল্লাহ ওয়ালাদের দৃষ্টিতে ধন-সম্পত্তের কোন মূল্য নেই। আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ الله যদি মাটির স্তূপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহলে তা স্বর্ণে রুপান্তরিত হয়ে যায় কারণ আউলিয়ায়ে কেরাম তাদের সারাটি জীবনআল্লাহ পাকের বিধি-বিধানের উপর আমল করে এবং মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করে অতিবাহিত করেন। যখন মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহ তারা অর্জন করে নেয় তখন এই অমূল্য নেয়ামতের সামনে দুনিয়ার নশ্বর নেয়ামত এবং ধন সম্পত্তি কোন মূল্যই রাখে না, কেউ কতইনা চমৎকার বলেছেন:

তখতে সিকান্দারী পর ওহথুকতে নেহি হে,
বিস্তার লাগা হুয়া হে জিন কা তেরি গলি মে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিচিতি

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়ার ১১ তম বুযুর্গ, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه অনেক বড় আলেমে দ্বীন ও সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মুফতি। তাঁর বরকতময় নাম জুনাইদ, উপনাম আবুল কাসেম এবং তাঁর বিখ্যাত উপাধি হলো সায়্যিদুত ত্বাইফা (অর্থাৎ অলীদের দলের নেতা)। তিনি বাগদাদ শরীফে ২১৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকে 'বাগদাদী' বলা হয়। (শরীফুত-তাওয়ারিখ, ৫২২/১) তাঁর দাদার নাম ছিল জুনাইদ, তাই তাঁর পিতা মহোদয় তাঁর নাম জুনাইদ রেখেছেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম "মুহাম্মদ" যিনি কাঁচের Glass এর কাজ করতেন, তাই তাকে ক্বাওয়ারীরিও বলা হয়। এবং কাপড়ের কাজ করার কারণে খাযাযীও বলা হয়। (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৫০) তারিখে

বাগদাদ, ২৫০/৭) তিনি বিখ্যাত অলীয়ে কামিল হযরত সিররি সাখতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ভাগ্নে ও মুরিদ ছিলেন।

শাজারায়ে কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়ায় তাঁর পবিত্র আলোচনা

আমীরে-আহলে-সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযভী যিয়াঈ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে তার প্রতিটি মুরিদ ও তালিবদেরকে যে শাজারা শরীফ প্রদান করা হয়েছে তাতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ওসিলা দিয়ে এভাবে দোয়া করা হয়েছে:

বেহরে মারুফ ও সারি, মারুফ দে বেখুদ সারি,
জুনদে হক মে গিন জুনাইদে বাসাফা কে ওয়াস্তে।

শব্দের অর্থ: বেহরে: ওসিলা, মারুফ: মঙ্গল, বে খুদ সারি: নম্রতা, আনুগত্য, জুনদে হক: সত্যের বাহিনী, বাসাফা: পবিত্র (এই পংক্তিতে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়ার নবম, দশম ও একাদশতম পীর ও মুর্শিদের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা হয়েছে।)

দোয়া সূচক পংক্তির সারাংশ[১]

হে আল্লাহ পাক, হযরত মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ওসিলায় আমাকে নেকী ও কল্যাণ দান করুন এবং হযরত সিররি সাখতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র

১. পংক্তি সম্পর্কে আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা: প্রথম লাইনে মারুফ শব্দটি দু'বার এসেছে প্রথম মারুফ হলো বুযুর্গের নাম, আর দ্বিতীয় মারুফ এর অর্থ হলো নেকী ও কল্যাণ। অনুরূপভাবে সিররি শব্দটির (এটিও একজন বুযুর্গের নাম) সাথে বেখুদ সারি' র আলোচনা করাতে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, উভয়টির মধ্যে সিররি শব্দটি রয়েছে। দ্বিতীয় লাইনে জুনাইদ (এটিও একজন বুযুর্গের নাম) এর পূর্বে জুনদ শব্দটি এসেছে, উভয়টির মধ্যে শাব্দিক সামঞ্জস্যতা রয়েছে যে, উভয়টিতে د،ن، ج অক্ষরগুলো রয়েছে। (শরহে শাজারায়ে কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়া, পৃষ্ঠা: ৬৭)

www.dawateislami.net

ওসিলায় আমাকে বিনয় ও নম্রতার প্রতিচ্ছবি বানান এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র ওসিলায় আমাকে আপনার সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরবী শাজারা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরূদ শরীফের শব্দাবলি দ্বারা একটি আরবী শাজারা শরীফ প্রণয়ন করেছেন। তাতে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র পবিত্র আলোচনা এভাবে করেন: اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلَيۡهِ وَ عَلَيۡهِمۡ وَ عَلَى الۡمَوۡلَى الشَّيۡخ جُنَيۡدِنِ الۡبَغۡدَادِي رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنۡهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক তুমি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করো এবং হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম এবং আমাদের সর্দারশায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَضِيَ اللهُ عَنۡهُ এর প্রতিও।

(তারিখ ও শরহে শাজারায়ে কাদেরিয়া বারাকাতিয়া রযবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ১০৯)

মাহাত্ম্য ও মর্যাদা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে আলেমগণ শায়খে তাসাওউফ (অর্থাৎ সুফিদের ইমাম) বলেছেন, কারণ তিনি সুফিবাদকে শরীয়তের নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে পবিত্র রেখে কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী সাজিয়েছেন। **(আ'লামু লিয-যারকালি, ১৪১/২ সংক্ষেপে)** হযরত আবুল-আব্বাস আতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সুফিবাদের জ্ঞানে আমাদের ইমাম ও নেতা। **(নাফহাতুল উনস পৃষ্ঠা: ২৫৭)**

www.dawateislami.net

হযরত আবু জাফর হাদ্দাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন, বিবেক যদি পুরুষ হত তবে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র রূপে হতো। অর্থাৎ তিনি খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। (নাফহাতুল উনস, পৃষ্ঠা: ২৫৮)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর যুগে তাঁর মত পরহেজগার ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত অন্য কাউকে দেখা যায়নি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫৩/১১)

হযরত আবু বকর কাত্তানি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মক্কা শরীফে তার নিকট একটি প্রশ্ন করলেন, যার উত্তর তিনি এতো চমৎকারভাবে দিলেন যে সেখানে উপস্থিত বড় বড় বুযুর্গরা তাকে **"তাজুল-আরিফীন"** উপাধিতেভূষিত করলেন। (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৩৫৫)

ইমাম ইবনে আছির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সময়ের জগতের ইমাম ছিলেন। (আল-কামিল ফী তারিখ, ৪৬৯/৬)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাজারে ইবাদত

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দোকানে পর্দা দিয়ে প্রতিদিন ৪০০ রাকাত নফল নামায পড়তেন। (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৫১)

দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত তাঁর এই রীতি ছিল যে, ইশারনামাযের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতেন এবং সেই অজু দিয়েই ফজরের নামায আদায় করতেন। তিনি বলেন: আমার ২০ বছর যাবত তাকবীরে উলা ছুটে নি, আর যদি নামাযে পৃথিবীর চিন্তা চলে আসতো তবে আমি সেই নামায পুনরায় আদায় করতাম।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৯, ৭/২)

www.dawateislami.net

হায়! হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ওসিলায় আমরাও যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীর উলার সাথে আদায়কারী হয়ে যেতাম। তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায়কারীসৌভাগ্যবান হাদীস শরীফে বয়ানকৃত তাকবীরে উলা এবং জামাতের সাথে নামায আদায় করার অগণিত ফজিলতের অধিকারী হবে। জামাতের সাথে নামায আদায় করার আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কয়েকটি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হচ্ছে:

নামায শব্দটির চারটি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে চারটি নববী বাণী:

(১) জামাতের সাথে নামায, একাকী নামাযের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি।

(বুখারী, ২৩২/১, হাদীস: ৬৪৫)

(২) যারা জামাতে নামায পড়ে, আল্লাহ পাক তাদের ভালোবাসেন।

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৩০৯/২, হাদীস: ৫১১২)

(৩) যখন কোনো বান্দা জামাতে নামায পড়ে এবং তারপর আল্লাহ পাকের কাছে তার প্রয়োজন সম্পর্কে প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ পাক তার প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পূর্বে ফিরে যাওয়াকে লজ্জাবোধ করেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া: ২৯৯/৭, সংখ্যা: ১০৫৯১)

(৪) যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অজু করে, তারপর ফরজ নামাযে যায় এবং ইমামের সাথে (নামায) আদায় করে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। **(ইবনে খুযাইমা, ৩৭৩/২, হাদীস: ১৪৮৯)**

দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই যুগে নেককার হওয়ার জন্য ৭২টি বিভিন্ন নেক আমল প্রদান করেছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় নেক আমলটি পাঁচ ওয়াক্ত নামায

www.dawateislami.net

জামাতে আদায় সংক্রান্ত। জামাতে নামায সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আমীরে আহলেসুন্নাতের ফয়যানে নামায গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন। এই গ্রন্থটি দাওয়াতে-ইসলামীর ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে www.dawateislami.net বরং অন্যদের কাছে নেকীর দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পিডিএফ (শেয়ার) করুন। আমীরে আহলে সুন্নাত লিখেন:

জামাত সে গর তু নামাযে পড়হেগা,
খোদা তেরা দামান করম সে ভরহেগা।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হৃদয়ের কথা জেনে গেলেন

হযরত খাইরুন নাসাজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আমার ঘরে বসা ছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হলো, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরজায় আগমন করেছেন, কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিনি। কিন্তু তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আমার এই ধারণাই এলো, যখন আমি ঘর থেকে বের হলাম তখন দেখতে পেলাম সত্যিই হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরজায় উপস্থিত ছিলেন। বললেন, প্রথমবার কেন বের হও নি।

(রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ২৭৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সারা বছর রোজা

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়ার একাদশতম বুযুর্গ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সারা বছর নফল রোজা রাখতেন। **(শরীফুত-তাওয়ারেখ, ৫২৬/১)**

তুমি হজের যাত্রা করোইনি

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন কোথা থেকে এসেছো? লোকটি উত্তর দিল, আমি হজে গিয়েছিলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ করেছো? সে বলল, হ্যাঁ, আমি হজ করেছি। তিনি বললেন, আচ্ছা বল তো, প্রথম দিকে যখন তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলে, তখন কি তুমি তোমার সমস্ত পাপ তোমার পিছনে ফেলে গিয়েছিলে? সে উত্তর দিল: না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি হজের যাত্রা করোইনি। **(তাযকিরায়ে মাশায়েখে কাদেরিয়া বারাকাতিয়া, পৃষ্ঠা: ১৯৩)**

আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা নেক আমল ত্যাগ করে না

খলিফায়ে হযরত জুনাইদ বাগদাদী, হযরত আবু মুহাম্মদ জুরাইরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তির সামনে আল্লাহর মারেফতের (খোদা পরিচিতির) কথা উল্লেখ করলেন, তখন সেই ব্যক্তি বলল: মারেফতে ইলাহী বিশিষ্ট লোকেরা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তাঁরা পুণ্য এবং খোদার নিকটবর্তী কাজ ছেড়ে দেয়। একথা শুনে তিনি বললেন, কিছু লোক আমল পরিত্যাগের কথা বলে, আর এটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের মারেফত অর্জনকারী, আল্লাহ প্রদত্ত আমল অবলম্বন করে, তারা তার সাথে তার দরবারে উপস্থিত থাকে

www.dawateislami.net

আর আমি যদি এক হাজার বছর বেঁচে থাকি, তবে নেক কাজ থেকে এক বিন্দু পরিমাণও কম করবো না। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২৯৬/১০, সংখ্যা: ১৫২৮৬)

سُبۡحَانَ الله আল্লাহর ওয়ালাদের কী অপূর্ব মহিমা, হায়! আমাদেরও যেন ইবাদতের এমন স্বাদ এবং মিষ্টতা নসিব হয়! হায়! ফরজ নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত এবং আওয়াবিন আদায়ের সৌভাগ্য নসিব হয়ে যায়। রমজান মাসের ফরজ রোজার পাশাপাশি অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ মাস (যিলহজ্জ শরীফ, মুহররাম শরীফ, রজব শরীফ, শাবান শরীফে) নফল রোজা রাখার তাওফীক নসিব হয়ে যায়। যাকাত ফরজ হলে তা আদায়ের পাশাপাশি কিছু না কিছু নফল দান অনুদান করারও সৌভাগ্য নসিব হয়ে যায়, নেক আমলের আগ্রহ পেতে আসুন জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه'র একটি পংক্তির মাধ্যমে আবেদন জানাই:

ইয়া জুনাইদ এয় বাদশাহ জুনদে ইরফাঁ আলমদদ

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাকের পরিচিত লাভ কারী আউলিয়ায়ে কেরামের দলের বাদশাহ, হে জুনাইদ বাগদাদী আমাদের সাহায্য করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পীর ও মুর্শিদের উপদেশ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে বলেছেন: চেষ্টা কর, যেন তোমার বাড়িতে ব্যবহৃত পাত্রগুলি তোমার মতো (অর্থাৎ মাটি) হয়।

(কুতুল কুলুব, ৩৪৪/১)

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে মাটির পাত্র ব্যবহার করা প্রমাণিত

ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে তামা ও পিতলের পাত্রে খাওয়া প্রমাণিত নয়, মাটির বা কাঠের পাত্র ছিল এবং পানির জন্য মশক ছিল। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ১২৯/২২) তিনি আরও বলেন, মাটির পাত্রে পানাহার করাও বিনয়ের নিকটবর্তী। পানাহারের জন্য মাটির পাত্র থাকা উত্তম, এতে কোনো অপচয় বা দাম্ভিকতা নেই। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ৩৩৬/১) আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বারা খাবারের ক্ষেত্রে মাটির পাত্র ব্যবহার করা প্রমাণিত, যেমনটি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত খাব্বাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাকা মাটির পাত্রে পানি পান করতে দেখেছি। (মারেফাতুস সাহাবা, ১৭৪/২, সংখ্যা: ২৩৭১) হাদীস শরীফে রয়েছে, যে তার ঘরে মাটির পাত্র রাখবে ফেরেশতারা তার জিয়ারত করতে আসেন। (রূদ্দুল-মুহতার, ৫৬৬/৯) বর্ণিত আছে, মাটির পাত্রের কোন হিসাব নেই। (কুতুল কুলুব, ২৮৮/১)

হে নবী প্রেমিকগণ, কতইনা ভালো হতো আমরাও যদি সাওয়াব লাভ ও ভালো ভালো নিয়তে মাটির পাত্র ব্যবহার করতাম, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযভী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনেক বছর ধরে মাটির পাত্রে পানাহার করেন। তিনি বলেন: আমি সাধারণ প্লেটে খেতে পছন্দ করি না, তবে এটা বলা উচিত নয় যে, মাটির পাত্র ব্যবহার করা সুন্নত কারণ এর উপর কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়নি। (মাসিক ফয়যানে মদীনা, অক্টোবর ২০১৯ পৃষ্ঠা: ২২)

www.dawateislami.net

মে মিট্টি কে সাদা সে বরতন মে খাও, চাটাই কা হো বিসতারা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিষ, পৃষ্ঠা: ১০৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাত বছর বয়সে জ্ঞানের কৃতিত্ব ও নিপুণতা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে এসে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে কাঁদতে দেখেন। তিনি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁর বাবা বললেন আমি তোমার মামা হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট যাকাতের কিছু টাকা পেশ করলাম তখন তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন, আজ আমি বুঝতে পারছি যে, আমি আমার জীবন এমনভাবে কাটিয়েছি যা আল্লাহর বন্ধুরাও পছন্দ করেন না, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সে টাকা নিয়ে তার মামার কাছে পৌঁছলেন, তিনি আবারও নিষেধ করলেন। তখন তিনি বললেন: সেই সত্তার কসম যিনি আপনার প্রতি অনুগ্রহ ও এবং আমার পিতার প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন। হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: হে জুনাইদ! তোমার পিতার প্রতি কোন ন্যায়বিচার করা হয়েছে এবং আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করা হয়েছে? তিনি বললেন, "আল্লাহ আপনার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে, আপনাকে দরবেশী দান করেছেন এবং আমার পিতাকে দুনিয়াতে নিয়োজিত করে তার প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন। এখন তা গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা আপনার একান্ত ইচ্ছা?" আমার সম্মানিত পিতার উপর যাকাত দেওয়া আবশ্যক। হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র তাঁর এই কথাটি খুবই পছন্দ হলো, তিনি বললেন: বৎস! যাকাত গ্রহণের পূর্বে আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি। হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার মামার

www.dawateislami.net

সাথে বসবাস শুরু করেন। একবার তিনি মক্কায় উপস্থিত হলেন, তখন সেখানে কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীন "কৃতজ্ঞতা" নিয়ে আলোচনা করছিলেন, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে শিশু! তুমি এ ব্যাপারে কি বল, তিনি বললেন: আল্লাহ পাকের নেয়ামতের সাথে তাঁর অবাধ্যতা না করা। একথা শুনে সবাই সম্মতি প্রকাশ করল। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৬/২)

২০ বছর বয়সে ফাতাওয়ায়ে নওয়েসি

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর মামা হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদ এবং হযরত হারীস মুহাসাবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাহচর্যের ফয়যান দ্বারা উপকৃত হন, হযরত আবু সাওর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হতে ইলমে ফিকহ অর্জন করেন এবং ২০ বছর বয়সে তাঁর বৈঠকে তাঁর উপস্থিতিতে ফতোয়া প্রদান করেন। (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৫০)

বয়ানের সূচনা এবং পীর ও মুর্শিদের ক্ষমতা

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র নিকট আরজ করা হলো, আপনি আমাদের ওয়াজ ও নসিহত করুন! তিনি বলেন: যতদিন আমাদের মাঝে আমাদের পীর ও মুর্শিদ হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিদ্যমান আছেন আমি ওয়াজ ও নসিহত করতে পারব না। হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও তাঁকে ওয়াজ ও নসিহত করার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে এটাই আরজ করলেন যে, হুযুর আপনার উপস্থিতিতে ওয়াজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। শুক্রবার রাতে যখন তিনি ঘুমালেন, তখন স্বপ্নে আল্লাহর প্রিয় শেষ নবী মক্কী মাদানী, মুহাম্মদ আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে এসে বললেন: জুনাইদ! লোকদের সামনে বয়ান কর! তোমার বয়ানের মাধ্যমে আল্লাহ পাক অসংখ্য মানুষকে নাজাত দান করবেন। যখন সকাল হলো তখন হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একজন মুরীদকে পাঠালেন যে, যখন জুনাইদ সালাম ফেরাবে তখন তাঁকে বলবে, অনেক লোক এমনকি আমার বার্তা পেয়েও তুমি বয়ান শুরু করোনি। এখন তো নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও আদেশ দিয়েছেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি জানি যে, আমার পীর ও মুর্শিদ আমার অন্তরের অবস্থা ভালো করেই জানেন। (কাশফুল-মাহজুব, পৃষ্ঠা: ১৩৬, নাফহাতুল উনস ফারসি, পৃষ্ঠা: ৮১) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওছিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের নূর দিয়ে দেখেন

হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সেদিন সকাল থেকেই জামে মসজিদে বয়ান শুরু করেন। তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের মধ্যে এ কথাটি ছড়িয়ে পড়ে যে, আজ থেকে জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বয়ান শুরু করেছেন। একদিন এক যুবক সমাবেশে দাঁড়িয়ে একটি প্রশ্ন করল, হে শায়খ! হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র এই বাণী সম্পর্কে কিছু বলুন: اتَّقُوۡا فِرَاسَۃَ الۡمُؤۡمِنِ فَاِنَّہٗ یَنۡظُرُ بِنُوۡرِ اللّٰہِ অর্থাৎ মু'মিন বান্দার অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর কারণ সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে। (তিরমিযী, ৮৮/৫, হাদীস: ৩১৩৮) এর মর্মার্থ কি? তার প্রশ্ন শুনে হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কয়েক মুহূর্ত

www.dawateislami.net

মাথা নত করলেন, তারপর তিনি তার বরকতময় মাথা তুলে (অদৃশ্যের সংবাদ দিলেন) এবং বললেন: হে যুবক! তুমি একজন খ্রিস্টান (অর্থাৎ অমুসলিম) এবং এখন তোমার মুসলমান হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه! এই কারামত দেখে সে তখনই মুসলমান হয়ে গেল।

(রাওদ্বুর রিয়াহিন, পৃষ্ঠা: ১৫৭ সংক্ষেপে)

নিগাহে অলী মে ও তাসির দেখি,
বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখি।

আল্লাহ পাক তাঁর অলীদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন

এ ঘটনা থেকে মুবাল্লিগের মর্যাদা অনুধাবন করা যায়। سُبۡحَانَ الله হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিনয়বশত নিজেকে বয়ানের অযোগ্য বলে মনে করতেন, অথচ মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপায় তিনি একজন মহান আলেম ও মুফতি ছিলেন। তাঁর প্রতি এত বড় দয়া হলো যে, স্বপ্নযোগে আগমন করে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে বয়ানের আদেশ দেন। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, আমার মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। পাশাপাশি এটাও জানা গেল যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশেষ কৃপায় আউলিয়ায়ে কেরামও অদৃশ্য সংবাদ জানেন, তাইতো হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর বিশেষ মুরিদের স্বপ্ন জেনে নিলেন। আর হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও অমুসলিমকে মু'মিনানা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে চিনে ফেলে অদৃশ্যের সংবাদ সমৃদ্ধ অদ্ভূত উপায়ে নেকীর দাওয়াত উপস্থাপন করলেন, আর সে এই কারামত সম্পন্ন নেকীর দাওয়াতের বরকতে তৎক্ষণাৎ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। **(নেকীর দাওয়াত, পৃষ্ঠা: ৩৬৯)**

www.dawateislami.net

একটি নয় দু'টি কারামত

হযরত ইমাম ইয়াফি' رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, কতিপয় লোক এ ঘটনাকে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি কারামত বলে মনে করেন অথচ আমি বলি, এতে তাঁর দু'টি কারামত ছিল, একটি হলো তাঁর কুফর সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং অন্যটি হলো সে অমুসলিম ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করা। (নাফহাতুল উনস, পৃষ্ঠা: ৮১)

জো হো আল্লাহ কা অলী উসকা, ফয়েয দুনিয়া মে আম হোতা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিষ: ৪৪১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তর্দৃষ্টির সংজ্ঞা

হাদীসে মুবারকে "**অন্তর্দৃষ্টির**" কথা উল্লেখ আছে, এর মর্মার্থও বুঝে নিন। অন্তর্দৃষ্টি অর্থ হলো: আল্লাহ পাক তাঁর অলীদের অন্তরে সেই বিষয় স্থাপন করেন, যার মাধ্যমে তারা কিছু মানুষের অবস্থা জানতে পারে।

(নিহায়া, ৩৮৩/৩)

মূল্যবান বিষয়

আবুল-আব্বাস সুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি একদিন বয়ান করলাম (বয়ানের চমৎকার পয়েন্ট ইত্যাদি শুনে) লোকেরা খুবই খুশি হলো, তখন আমিবললাম: এটি আবুল-কাসিম জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র সাহচর্য্যের বরকত। (সিয়ারু এলামিন নুবালা, ১৫৪/১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনায় যেভাবে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহিমা ও মর্যাদা সুস্পষ্ট, তদ্রূপ হযরত আবুল-আব্বাস সুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র ধরন মুবাল্লিগদের জন্য অত্যন্ত

www.dawateislami.net

অনুসরণীয় যে, যখন তাঁর বয়ানের উত্তম দিকগুলোর প্রশংসা করা হলো, তখন তিনি তাঁর সম্পর্ক নিজের দিকে করার পরিবর্তে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ র ফয়যান বললেন, হায়! বর্তমানে পরিস্থিতি একেবারেই এর বিপরীত, নিজের কৃতিত্ব একপাশে, এখনতো অন্যের কাজের প্রশংসার যোগ্য ও নিজেকে মনে করা হয় যে, তাকে এ কাজটি আমি শিখিয়েছিলাম ইত্যাদি। **যার আমল উদ্দেশ্যহীন হয়ে থাকে তার পুরস্কার অভাবনীয় হয়ে থাকে।**

বাসনা অনুযায়ী কাজ করেননি

হযরত জাফর বিন নাসির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন; সায়্যিদুত-ত্বাইফা (আউলিয়াদের দলের নেতা) হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে এক দিরহাম দিলেন এবং বললেন: এটি দিয়ে আমার জন্য উজিরি ডুমুর কিনে নিয়ে আসো। আমি কিনে নিয়ে আসলাম, যখন ইফতারের সময় হল তখন তিনি একটি ডুমুর মুখে রাখার সাথে সাথেই ফেলে দিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন, তারপর বললেন: "এটি তুলে নাও।" আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমার অন্তরে একটি অদৃশ্য আওয়াজ অনুভূত হলো যে, তোমার লজ্জা করে না! তুমি আমার স্বার্থে তোমার একটি বাসনা বর্জন করেছো কিন্তু তারপর আবার সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করছো।" (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ১৯১)

আল্লাহ আল্লাহ কে নবী সে, ফরিয়াদ হে নফস কি বদিসে,
হে জালিম মে নিবাহু তুঝসে আল্লাহ বাঁচায়ে উস ঘড়ি সে।

(হাদায়েকে বখশিষ: পৃষ্ঠা: ১৪৫, ১৪৭)

শব্দের অর্থ: ফরিয়াদ: আকুতি, বদি: অনিষ্টতা, নিবাহু: মান্য করব, সন্তুষ্ট করব, ঘড়ি: সময়।

www.dawateislami.net

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নফসের অপকর্ম ও কুফল সম্পর্কে আকুতি জানাচ্ছি। হে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় উস্কানি দাতা নিষ্ঠুর নফস! আমি তোর কথা মান্য করার পূর্বে আল্লাহ পাক আমাকে রক্ষা করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি তাঁর মতো দেখিনি

এক বুযুর্গ বলেন: আমি বাগদাদ শরীফে এক শায়খকে দেখলাম যাকে 'জুনাইদ' বলা হয়, আমি তার মতো মানুষ দেখিনি কারণ তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শ্রেষ্ঠ কথোপকথনে সুন্দর শব্দ চয়নের কারণে তিনি বাগ্মীতা ও সুবক্তার অধিকারী, তাঁর কাছে কঠিন শব্দের অর্থ জানার জন্য দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিতগণ উপস্থিত হতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৫৪/১১)

অসভ্য হতে পারে না

খলিফায় বাগদাদ কোন বিষয়ে জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, হে অসভ্য! সে উত্তর দিল: আমি অসভ্য? অথচ আমি অর্ধেক দিন হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম আর যে ব্যক্তি তাঁর বরকতময় সাহচর্য্যে অর্ধেক দিনও অতিবাহিত করে, সে অসভ্য হতে পারে না, তাহলে তার কী হবে যে তার সাহচর্য্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছে। (নাফহাতুল উনস: পৃষ্ঠা: ৮০)

দ্বীনি জ্ঞান অর্জন

আরিফ বিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয় বহনকারী) হযরত ইমাম আব্দুল কারিম বিন হাওয়াযিন কুশাইরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, জনৈক

www.dawateislami.net

ব্যক্তি সায়্যিদুত ত্বাইফা হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলো, হুযুর আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করেছেন? তিনি তাঁর বাড়ির একটি সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত এই সিঁড়ির নীচে বসে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেছি। (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৫১)

জুনাইদকে নিয়ে আমি গর্বিত

একজন বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র যিয়ারত করলেন, তিনি দেখলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খেদমতে উপস্থিত আছেন, ঠিক তখন এক ব্যক্তি আসলো এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নিকট একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করল, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, জুনাইদ কে দাও যাতে সে এর উত্তর দেয়। সে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপস্থিতিতে আমি কিভাবে তাঁকে দিতে পারি? আল্লাহর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: নবীগণ তাদের জাতির জন্য গর্বিত এবং আমি "জুনাইদ" এর জন্য গর্বিত।

(শরীফুত তাওয়ারিখ, ২৯/১)

নফসের রোগের চিকিৎসা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার এক রাত নিদ্রাহীনতা দেখা দিল, তখন আমি উঠে বসে পড়লাম যাতে নিজের ওয়াজিফা পড়তে পারি, কিন্তু প্রতিদিন ওয়াজিফা পড়ার সময় আমি যে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম, তা হলো না। আমি পুনরায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলাম, কিন্তু ঘুম আসলো না, আমি পুনরায় বসার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু বসার মধ্যে মন লাগছিল না। তারপর দেখলাম আমার ঘরটা কাঁপছে যেন

www.dawateislami.net

ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তাই আমি ঘর থেকে বের হলাম, বাইরে এসে দেখি কম্বলে মোড়ানো এক ব্যক্তি ঠান্ডায় রাস্তায় পড়ে আছে। সে মাথা তুলে বলল, হে আবুল কাসিম, আমার কাছে আসেন। আমি বললাম: কোন প্রতিশ্রুতি ও পরিচিতি ছাড়া? লোকটি বলল: হ্যাঁ। আমি হৃদয়ের পরিচালক (আল্লাহ)'র কাছে আপনার হৃদয়কে আমার দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম যাতে আপনি আমার কাছে আসতে পারেন। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল, হে শায়খ! এটা বলুন, নফসের রোগ কবে তার নিজেরই প্রতিকার হয়? আমি বললাম, তুমি যখন নফসের কামনা-বাসনার বিরোধিতা করবে। তারপর সে তার নফসকে উদ্দেশ্য করে বলল: হে আমার নফস, শোন, আমি তোকে সাতবার এই উত্তরটিই দিয়েছিলাম, কিন্তু তুই বলেছিলি, আমি তখনই এই উত্তর গ্রহণ করব যখন হযরত জুনাইদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাগদাদী থেকে শুনবো। একথা বলে সে সেখান থেকে চলে গেল। আমি তাঁকে চিনতে পারেনি। (জামে' কারামতে আউলিয়া, ১২/২)

নফসের কামনা বাসনা ধ্বংসের কারণ

মনে রাখবেন, বৈধ ও অবৈধের তোয়াক্কা করা ব্যতিরেকে নফসের প্রতিটি কামনা বাসনা পূরণ করার মধ্যে মগ্ন হওয়াকে নফসের (প্রবৃত্তির অনুসরণ করা) বলা হয়। (অভ্যন্তরীণ রোগের তথ্য সমূহ, পৃষ্ঠা: ১০১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নফসের কামনা-বাসনার অনুসরণ করার মধ্যে ক্ষতিই ক্ষতি রয়েছে, পবিত্র হাদীসে রয়েছে: তিনটি জিনিস ধ্বংসে নিক্ষেপ করে: (১) এমন কৃপণতা যার আনুগত্য করা হয় (২) নফসের কামন বাসনা অনুসরণ করা (৩) মানুষের নিজেকে নিজে ভালো মনে করা। (মুজামে-আওসাত, ২১২/৪, হাদীস: ৫৭৫৪)

www.dawateislami.net

রেহায়ি মুঝ কো মিলে কাশ নফস ও শয়তা সে,
তেরে হাবীব কা দেতা হো ওয়াস্তা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিষ: পৃষ্ঠা: ৭৮)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র চিঠি

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এবং শায়খ আবু বকর কাসাই رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মধ্যে চিঠির মাধ্যমে হাজার হাজার দ্বীনি মাসলা-মাসায়েল আদান-প্রদান হতো এবং তিনি সে সবগুলোর উত্তর দিতেন। হযরত আবু বকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইন্তেকালের সময় অসিয়ত করেছিলেন যে, এই সমস্ত দ্বীনি মাসলা-মাসায়েলের চিঠিগুলো আমার সাথে কবরে রেখে দিও, আমি এগুলোকে এতই ভালবাসি যে, আমি চাই এই মাসলা-মাসায়েলে যেন কারো হাতের ছোঁয়াও না লাগে। **(শরীফুত-তাওয়ারিখ, ৫৩০/১)**

ঘটনাবলীর উপকারিতা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র দরবারে আরজ করা হলো: বুযুর্গদের ঘটনাবলী শুনার মাধ্যমে মুরিদদের কি কোন উপকার হয়? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: অবশ্যই হয়,

اَلۡحِكَايَاتُ جُنۡدٌ مِنۡ جُنُوۡدِ اللهِ يُقَوِّي بِهَا قُلُوۡبَ الۡمُرِيۡدِيۡنِ

অর্থাৎ, বুযুর্গদের ঘটনাবলী আল্লাহর সৈন্যদের মধ্যেঅন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক মুরিদদের অন্তরকে শক্তিশালী করেন। অতঃপর তার কাছে এই বিষয়ের প্রমাণ চাইলে তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

(পারা: ১২ সূরা: হুদ, আয়াত: ১২০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং এসব কিছু আমি আপনাকে রাসূলগণের সংবাদই শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করবো।

(রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ২৩৮)

"বাগদাদ" শব্দের পাঁচটি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র ৫টি ঘটনাবলী:

(১) মুর্শিদের সামনে মুরিদের অবস্থা গোপন থাকে না

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র একজন মুরিদ যিনি বসরা শরীফে একা থাকতেন, একদিন তার হৃদয়ে একটি পাপের চিন্তা উদ্ভব হলো, সেই মন্দ চিন্তার অনিষ্টতায় তার মুখ কালো হয়ে গেল, সে খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেল। তিন দিন পর মুখের কালোত্ত বিলীন হয়ে গেল, সেই দিন তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র কাছ থেকে একটি চিঠি এলো, যাতে লেখা ছিল, নিজের অন্তরকে কাবু রাখো তোমার মুখের কালোত্ত দূর করার জন্য আমাকে তিন দিন ধোপার কাজ করতে হয়েছে। (তাযীকরাতুল আউলিয়া, ১৮/২)

(২) পীরের পরীক্ষা গ্রহণকারীর পরিণতি

হযরত দাতা গঞ্জ বখশ সৈয়দ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একজন মুরিদ মনে করলো, সেও আল্লাহর পরিচয় লাভ করে ফেলেছে এখন আর তাঁর মুর্শিদের কোন প্রয়োজন নেই। তাই সে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র দরবার

www.dawateislami.net

থেকে বিমুখ হয়ে গেল। অতঃপর একদিন সে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র নিকট পরীক্ষা করতে এলো যে, তিনি কি তাঁর অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত কি-না? ঐদিকে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও তাঁর অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা তাঁর অবস্থা জেনে গেলেন। যখন সে মুরিদ উপস্থিত হলো এবং একটি প্রশ্ন করল তখন তিনি এরশাদ করলেন, কিরূপ উত্তর চাও শাব্দিক নাকি অর্থবোধক? সে বলল: উভয়টি। তখন তিনি বললেন: যদি শাব্দিক উত্তর চাও তাহলে শোন! যদি আমাকে পরীক্ষা করার পূর্বে নিজের পরীক্ষা নিতে তাহলে আমাকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়তো না, আর অর্থবোধক উত্তর হল: আমি তোমাকে বিলায়েতের মর্যাদা থেকে বহিষ্কার করলাম। সে বলল, "আমার অন্তর থেকে বিশ্বাসের স্বস্তি চলে গেছে, তারপর তাওবা ও ইস্তেগফার করতে থাকলো, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন, তুমি কি জানো না আল্লাহ পাকের অলীরা তার গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত থাকেন অতঃপর তিনি তাকে ফুঁক দিলেন তখন সে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো। (কাশফুল-মাহজুব, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

(৩) ডাক্তারের চিকিৎসা হয়ে গেল (কারামত)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চোখ মুবারক একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ব্যাথা অনুভব হতে লাগে। একজন অমুসলিম চিকিৎসক ডাক্তার বললো, চোখকে পানি থেকে রক্ষা করো, কিন্তু তিনি ইশার নামাযের জন্য অযু করলেন ফলে সকালে ব্যথা উপশম হয়ে গেল এবং অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, হে জুনাইদ! তুমি আমার ইবাদতের জন্য চোখের কথা চিন্তা করোনি, তাই আমি তোমার চোখের ব্যথা ভালো করে দিয়েছি। সকালবেলা যখন ডাক্তার তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলো, তখন তিনি

www.dawateislami.net

বললেন, অজু করার কারণে আমার ব্যথা দূর হয়ে গিয়েছে। তখনই সেই ডাক্তার তার এই কারামত দেখে প্রভাবিত হয়ে সত্য অন্তরে মুসলমান হয়ে গেল। (শরীফুত-তাওয়ারিখ ৫২৬/১)

এটা ছিল জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ভরসা এবং তিনি ভরসার উচ্চস্তরে অবস্থানের কারণে তা করেছিলেন। একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য শরয়ী নির্দেশ হলো, যদি কোন দ্বীনি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ ডাক্তার যিনি ফাসেক মু'লীন নন তিনি কোন রোগের মধ্যে পানি ব্যবহার না করতে অথবা অন্য কোন শরয়ী মাসলায় সহজতার নির্দেশ দেন তাহলে মুফতি সাহেবের সাথে পরামর্শ করে এই সহজতা অনুসরণ করা যেতে পারে।

ডাক্তাররা মনোযোগী হোন

কতিপয় ডাক্তার ছোট ছোট অসুস্থতার কারণে রোগীদেরকে রোজা বর্জন করার, বসে নামায পড়ার বা না পড়ার নির্দেশ জারি করেন, এই ধরনের ডাক্তারদের আরজ হলো, ধর্মীয় মাসলা-মাসায়েলে নিজের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা খুবই দুঃসাহসিকতার কাজ। আপনি যদি কোন রোগ সম্পর্কে এমন সহজতা অনুসরণ না করার ক্ষতির ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হন তবুও সেই রোগীকে নিজের পক্ষ থেকে সহজতা প্রদানের পরিবর্তে নিজের মতামত প্রকাশ করে নবী প্রেমিকদের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা নেওয়া উচিত। অন্যথায় আল্লাহ না করুক হতে পারে আপনি গুনাহের পরামর্শদাতা হবেন। দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এই নম্বরে কল করুন:

০৩১১৩৯৯৩৩১২ ০৩১১৩৯৯৩৩১৩ -০৩১১৭৮৬৪১০০

www.dawateislami.net

সময়সূচী: সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত (১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিরতি (রবিবার বন্ধ)

ধৈর্যধারণের উপদেশ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা কারো সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গেলেন, তখন রোগী তার অসুস্থতার কারণে কাঁদছিল, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: কার প্রদত্ত কষ্টে কান্না করছো? কার কাছে তার অভিযোগ করতে চাও? তাঁর এই প্রজ্ঞাময় কথা শুনে সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। (তাযীকরাতুল-আওলিয়া, ১২/২)

(৫) শয়তানকে নিরুত্তর করে দিলেন

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একদা আমার অন্তরে শয়তানকে দেখার ইচ্ছা জাগলো, সুতরাং একদিন আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দূর থেকে একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখলাম। তাকে দেখতেই আমি আমার অন্তরে আতঙ্ক অনুভব করলাম, যখন সে আমার কাছে আসলো তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বললো, আমি সেই যাকে তুমি দেখতে চেয়েছিলে। আমি বুঝে গেলাম সে ইবলিস, আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম: হে অভিশপ্ত! হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام কে সিজদা করতে তোকে কোন জিনিস বাধা দিয়েছিল? ইবলিস বলল: হে জুনাইদ! তুমি কি চাও আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করি? হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ইবলিসের কাছ থেকে এ কথা শুনে বিস্মিত হলাম এবং তখনই আমাকে ইলহাম করা হলো (অর্থাৎ এই কথাটি আমার অন্তরে অবতরণ করা হলো) হে জুনাইদ! তাকে বলো,

www.dawateislami.net

كَذَبْتَ لَوْ كُنْتَ عَبْدًا مَا مُرْتَ مَا خَرَجْتَ عَنْ أَمْرِهٖ অর্থাৎ হে অভিশপ্ত! তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি যদি সত্যিই তোমার প্রভুর (অর্থাৎ মহান আল্লাহর বান্দা) হতে, তুমি কখনোই তার আদেশ অমান্য করতে না। শয়তান তাঁর হৃদয়ের কথা জেনে গেল এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেল। (কাশফুল-মাহজুব, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

(৬) একজন অমুসলিমের মুসলমান হওয়া

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার বাবুত তালাকে একজন অত্যন্ত সুন্দর অমুসলিম যুবককে দেখলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি এই যুবককে অপার সৌন্দর্য দান করেছ, তাকে আমার কাজের বানিয়ে দাও, অর্থাৎ তাকে তোমার মারেফত দান কর। তাঁর দোয়ার কিছুক্ষণ পরেই সে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হল এবং বলল আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিন। তিনি তাকে কালেমা পড়িয়ে ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং তারপর সেই নও -মুসলিম তাঁর কিছু দিনের সাহচর্য্যের পর বেলায়তের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হল।

(কাশফুল-মাহজুব, পৃষ্ঠা: ৫৪ সারাংশ)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তখন কলেমা ভুলে যাব?

হযরত আবু মুহাম্মদ জুরাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ইন্তেকালের সময় তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি তেলাওয়াত করছিলেন, শুক্রবার ছিল, যখন তিনি তিলাওয়াত শেষ করলেন, আমি বললাম আপনি এই সময়েও তেলাওয়াত করছেন! তিনি বললেন, আমার চেয়ে বেশী তেলাওয়াতের অধিকারী আর কে হবে,

www.dawateislami.net

তুমি কি দেখছ না যে, আমার জীবনের আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে? (ইহয়াউল-উলূম ২৩২/৫) অতঃপর কেউ তাকে কালেমা পাঠ করতে বলল, তখন তিনি বললেন, "আমি আমার জীবনে এই কালেমাটি তো কখনও ভুলিই নি, যা তোমরা এই মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো।

(রিসালায়ে কুশেরিয়া পৃষ্ঠা: ৩৩৮)

পবিত্র কুরআন খতমের পর আবার তেলাওয়াত...

হযরত আবু বকর আতওয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র ইন্তেকালের সময় তার সঙ্গে ছিলাম। তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন খতম করলেন তারপর আবার সূরা বাকারার তেলাওয়াত শুরু করলেন এবং সত্তরটি আয়াত তেলাওয়াত করার পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। (রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৫১)

শেষ প্রহরেও নামাজ

তাঁর মৃত্য শরীফের একটি অবস্থা এরকমও বর্ণনা করা হয়, হযরত আবু বকর আত্তার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন, আমি আমার কয়েকজন সাথী সহ হযরত আবুল কাসিম জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র খেদমতে তাঁর ইন্তেকালের সময় উপস্থিত হলাম, তখন তিনি বসে বসে নামায আদায় করছিলেন, যখন সেজদা করতেন তখন তিনি তার পা গুটিয়ে নিতেন, তিনি এভাবেই করতে রইলেন, তখন তার নিকট উপস্থিত বাসসামী নামের তাঁর এক বন্ধু দেখলেন, তাঁর পা ফুলে গেছে তখন তিনি বললেন, আবুল-কাসিম! এটা কী? তিনি বললেন: এগুলো মহান আল্লাহ পাকের নেয়ামত, اَللّٰهُ اَكۡبَر, তিনি নামায শেষ করলে হযরত আবু মুহাম্মদ জুরাইরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

www.dawateislami.net

বললেন, হুযুর আপনাকে একটু শুয়ে পড়া উচিৎ। তিনি বললেন: আবু মুহাম্মদ, এটা পুরস্কারের সময়, اَللهُ اَكۡبَرُ, তারপর এই অবস্থায় ছিলেন এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২৯৯/১০, সংখ্যা: ১৫২৯৫)

সৌভাগ্যবান মুরিদ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ২৯৮ হিজরীতে শুক্রবারে ইন্তেকাল করেন এবং পরের দিন তাঁকে দাফন করা হয়, প্রায় ষাট হাজার লোক তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেছিল। তার মাজার শরীফে দৈনিক, এক মাস অথবা ততোধিক দিন পর্যন্ত লোকেরা জিয়ারত করতে থাকে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত সিররি সাখতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র সাহচর্য লাভ করার পাশাপাশি ইন্তেকালের পরেও তার সাহচর্য লাভ করলেন। তাঁর মাজার শরীফ তাঁর পীর ও মুর্শিদের মাজার শরীফের একেবারে পাশে বাগদাদে মুআল্লায় অবস্থিত। **(তারিখে বাগদাদ, ২৫৫, ২৫৬/৭)**

তাহাজ্জুদ নামাযের ওসিলায় ক্ষমা

হযরত ইমাম জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল কাসিম, মৃত্যুর পর তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন: শুধুমাত্র সেই ছোট রাকাতগুলো উপকৃত করেছে যা আমি সেহরির সময় আদায় করতাম।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২৭৬/১০)

www.dawateislami.net

সকালের তাসবীহ কাজে চলে আসলো

অন্য একটি রেওয়ায়েতে, তিনি কারো স্বপ্নে এসে বললেন, আমার অঙ্গভঙ্গি ও ইবারত আমার কোন উপকারে আসেনি বরং আমি সেই তাসবীহ সমূহ দ্বারা উপকৃত হয়েছি যা আমি সেহরির সময় পাঠ করতাম।

(রিসালায়ে কুশেরিয়া, পৃষ্ঠা: ৪১৯)

"ইয়া জুনাইদ" এর ছয়টি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে ছয়টি জুনাইদী বাণী:

(১) যে তার ঈমান রক্ষা করতে চায় এবং তার অন্তর ও শরীরে স্বস্তি চায় তার উচিত লোকদের সাথে মেলামেশা না করা কারণ এটি আতঙ্কের যুগ। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই যে এই যুগে একাকীত্ব অবলম্বন করেছে। একাকীত্বের পরিশ্রম সহ্য করা মানুষের জন্য চাটুকারিতা করার চেয়ে সহজ। **(তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী ১২১/১)**

(২) আল্লাহ পাক যখন কোন মুরিদের সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাঁকে সুফিদের চরণে পাঠান। **(তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী ১২১/১)**

(৩) আমি কখনো এমন কাউকে দেখিনি যে দুনিয়ার প্রতি সম্মান রাখে আর তার চক্ষু শীতল হয়, চক্ষু শীতল একমাত্র দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করার মধ্যে এবং তার থেকে বিমুখ হওয়ার মধ্যে নিহিত।

(তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী ১২২/১)

(৪) যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে সৎ নিয়তের দরজা খুলে, আল্লাহ পাক তার জন্য তাওফিকের ৭০ টি দরজা খুলে দেন, যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে অসৎ নিয়তের দরজা খুলে, আল্লাহ পাক তার জন্য লাঞ্ছনার ৭০ টি দরজা খুলে দেন, যা সে বুঝতেও পারে না।

(তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী ১২২/১)

www.dawateislami.net

(৫) রোগ ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ (১) পবিত্রতা (২) মুছে যাওয়া (৩) স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং (৪) বন্দী করা। রোগ, বিপদ-আপদ কবীরা গুনাহ অর্থাৎ বড় গুনাহ থেকে পবিত্রতা এবং ছোট গুনাহ মুছে ফেলা এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং পাপ থেকে বিরত রাখা (শুয়াবুল ঈমান, ২২৭/৭, হাদীসঃ ১০১০৬) (অর্থাৎ যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয় তখন তার এই চারটি বরকত অর্জন হয়, সে বড় গুনাহ থেকে মুক্ত হয়, তার ছোটগুলো গুনাহ মুছে যায় এবং অসুস্থ ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অসুস্থ ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিরত থাকে)

(৬) দুনিয়ার মধ্যে দু'টি বিপদ রয়েছেঃ (১) জ্ঞানের বিপদ (২) সম্পদের বিপদ জ্ঞানের বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করুন এবং সম্পদের বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য সম্পদ থেকে বিমুখ হয়ে যান। (ফয়যুল কাদীর, ৫১৯/১, হাদীসের টীকাঃ ৭১৬)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র আরো বাণীসমূহ জানতে মাকতাবাতুল-মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা জুনাইদ বাগদাদীর বাণী সমূহ অধ্যয়ন করুন অথবা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিজেও পড়ুন এবং নিজের পরিচিত লোকদেরকে ফরওয়ার্ড করে সাওয়াব অর্জন করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

সকল ইবাদতের মধ্যে দরূদ শরীফ সর্বোত্তম ১
সম্পদশালী হৃদয় দিয়ে হয়, সম্পদ দিয়ে নয় ২
প্রকৃত সম্পদশালী কিসের মধ্যে? ২
আল্লাহ ওয়ালাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মর্যাদা ৩
পরিচিতি ৪
শাজারায়ে কাদেরিয়া রযবিয়্যাহ আত্তারীয়ায় তাঁর পবিত্র আলোচনা ৫
দোয়া সূচক পংক্তির সারাংশ ৫
আরবী শাজারা ৬
মাহাত্ম্য ও মর্যাদা ৬
বাজারে ইবাদত ৭
নামায শব্দটির চারটি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে চারটি নববী বাণী: ৮
হৃদয়ের কথা জেনে গেলেন ৯
সারা বছর রোজা ১০
তুমি হজের যাত্রা করোইনি ১০
আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা নেক আমল ত্যাগ করে না ১০
পীর ও মুর্শিদের উপদেশ ১১
হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে মাটির পাত্র ব্যবহার করা প্রমাণিত ১২
সাত বছর বয়সে জ্ঞানের কৃতিত্ব ও নিপুণতা ১৩
২০ বছর বয়সে ফাতাওয়ায়ে নওয়েসি ১৪
বয়ানের সূচনা এবং পীর ও মুর্শিদের ক্ষমতা ১৪
আল্লাহ পাকের নূর দিয়ে দেখেন ১৫
আল্লাহ পাক তাঁর অলীদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন ১৬
একটি নয় দু'টি কারামত ১৭
অন্তর্দৃষ্টির সংজ্ঞা ১৭
মূল্যবান বিষয় ১৭

www.dawateislami.net

বাসনা অনুযায়ী কাজ করেননি ১৮
আমি তাঁর মতো দেখিনি.....১৯
অসভ্য হতে পারে না.....১৯
দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ১৯
জুনাইদকে নিয়ে আমি গর্বিত ২০
নফসের রোগের চিকিৎসা.....২০
নফসের কামনা বাসনা ধ্বংসের কারণ.....২১
কবরে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র চিঠি ২২
ঘটনাবলীর উপকারিতা..... ২২
"বাগদাদ" শব্দের পাঁচটি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে ২৩
হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র ৫টি ঘটনাবলী: ২৩
(১) মুর্শিদের সামনে মুরিদের অবস্থা গোপন থাকে না ২৩
(২) পীরের পরীক্ষা গ্রহণকারীর পরিণতি..... ২৩
(৩) ডাক্তারের চিকিৎসা হয়ে গেল (কারামত) ২৪
ডাক্তাররা মনোযোগী হোন..... ২৫
ধৈর্যধারণের উপদেশ ২৬
(৫) শয়তানকে নিরুত্তর করে দিলেন ২৬
(৬) একজন অমুসলিমের মুসলমান হওয়া ২৭
তখন কলেমা ভুলে যাব? ২৭
পবিত্র কুরআন খতমের পর আবার তেলাওয়াত... ..... ২৮
শেষ প্রহরেও নামাজ ২৮
সৌভাগ্যবান মুরিদ..... ২৯
তাহাজ্জুদ নামাযের ওসিলায় ক্ষমা ২৯
সকালের তাসবীহ কাজে চলে আসলো ৩০
"ইয়া জুনাইদ" এর ছয়টি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে ছয়টি জুনাইদী বাণী: ৩০

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০০৫৮৯
কাশারীপট্টি, থানার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১০২৬
দুয়ারে বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৮৫৩০৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net